

## বিভক্তির সাত কাহন-১০ ভজন সরকার

সেদিন এক জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে ? আনুগত্যের প্রশ্নে আমি কতটুকু দায়বদ্ধ আমার মাতৃভূমি বাংলাদেশ আর নাগরিকত্বের মাধ্যমে প্রাপ্ত কানাডার প্রতি ? উভয় দেশের সংবিধানই আমাকে দ্বৈত নাগরিকত্বের এ কৌশলগত অধিকারটুকু সংরক্ষনের সুযোগ দিয়েছে । সেক্ষেত্রে সহজাত উপায়ে অর্থাৎ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার আর অর্জিত অধিকারের তুলনা মূলক বিশ্লেষণে কোনটার পাল্লা ভারি সে হিসেব থেকেই বোধহয় এ প্রশ্নটার অবতারণা । আইন আর সংবিধানের কৌশলগত মারপ্যাচে না যেয়েও সাধারণভাবে বলা যায়, নাগরিকত্বে বাংলাদেশী আর জাতীয়তায় বাঙালী হতে আমাকে যেহেতু কোন শপথ নিতে হয় নি আর সে ক্ষেত্রে শপথ ভেংগে নাগরিকত্ব হারানোরও বোধ হয় কোন সুযোগ নেই মারাত্মক কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া । মোট কথায় বাংলাদেশী আর বাঙালী হওয়া আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভরশীল ছিল না - যেমনটি ছিল কানাডার নাগরিকত্বের প্রশ্নে। কেন না , নাগরিকত্ব প্রাপ্তির সবগুলো স্তর সফল ভাবে পার হয়ে তবেই আমাকে কানাডিয়ান হিসেবে শপথ নিতে হয়েছে । আর উচ্চারিত সে শপথ সংরক্ষনের অধিকারটুকুই আমার কানাডিয়ান নাগরিকত্ব টিকিয়ে রাখার মূল মন্ত্র । এ ক্ষেত্রে কম বেশির হিসেব মিলানোর অবকাশ কোথায় ?

আর কানাডা আমার সন্তানের জন্মভূমি । আমার পিতা যেমন হানাদার পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তার সন্তানের জন্মভূমিকে বসবাস যোগ্য করার জন্য- ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করার জন্য , আমিও চাইবো আমার সন্তান বেড়ে উঠুক এক সমৃদ্ধ কানাডায়- বেড়ে উঠুক তার সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার আর ঐতিহ্যের আলোকময় দ্যুতি ছড়িয়ে । ভবিষ্যত বাংলাদেশ যে স্বপ্ন দেখাত আমার পিতাকে- ভবিষ্যত কানাডা ঠিক সে স্বপ্নটুকুই দেখায় আমাকে । প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের এই যে ভৌগলিক পালাবদল - এই যে একই স্বপ্নের বিবর্তন অক্ষগত ভিন্নতায় , এটাও তো এক অর্থে প্রগতিশীলতাই নয় কি ? প্রথম প্রজন্মের প্রবাসীদের ন্যূনতম এতটুকু প্রগতিশীল হতেই হয় ।

তবুও থেকে যায় কিছু- সে তার ঐতিহ্যের পিছুটান ,নাড়ির সূতোয় বাঁধা দুর্বলতা, আর প্রচ্ছন্ন অথচ প্রবল জাতীয়তার অন্ধ-মোহ আর রক্তের টান । প্রথম প্রজন্মের প্রবাসী মানুষগুলো তাই থাকে বড়ই দুর্বল - বড়ই পক্ষপাতদুষ্ট তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতি আর কৃষ্টির কাছে । অসংখ্য ভাল জিনিসের মাঝে সেও বয়ে বেড়ায় নানাবিধ কালিমা । আর এ রকম ভাল-মন্দের নানান রং-এর বেসাতি সাজিয়ে বাংলাদেশী বাঙালীরা কানাডাতে গড়ে তুলছে প্রথম প্রজন্মের বাঙালী অভিবাসন । দল-উপদল, ধর্ম আর গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব উচ্চকিত বাঙালী অভিবাসনের এ সাতকাহনের পেছনের কাহিনী আরও বিচিত্র - আরও রোমাঞ্চকর । মিথ্যের ডালপালা শত বর্গে বর্ণিত এখানে। মাঝে মাঝে খুব আশঙ্কা হয় উত্তর-প্রজন্মের জন্য । বাঙালী অভিবাসীরা অমর্যাদাকর কোন অভিধায় না - জানি ভূষিত হয় ভবিষ্যতে । যেমনটি আজকে হয়েছে , কোন কোন জাতিসত্ত্বাভুক্ত অভিবাসীদের ক্ষেত্রে । আর এ জন্যেই অনেকেই আরব - লেবানিজ কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান সময়ে এড়িয়ে চলেন ।

আজকের বাংলাদেশ “বিশ্ববেহায়া ” থেকে মুক্ত হয়েও মুক্তি পায় নি সাম্প্রদায়িকতা থেকে- দুর্নীতি আর নির্যাতন থেকে । বরং লেখক-সাংবাদিক , সংখ্যালঘু আর প্রগতিশীল মানুষের জন্য পরিনত হয়েছে এক বন্ধভূমিতে । তাই যে যেভাবে পারে পাড়ি জমাচ্ছে বিদেশে । কেউ বৈধ ভাবে -কেউ আবার কূট-কৌশলে । আর এভাবেই গড়ে উঠছে মিথ্যে আর শঠতার পাহাড় । রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের প্রার্থনা কতটুকু রাজনীতিসংশ্লিষ্ট আর কতটুকু নৈতিক- সে হিসেবে না গিয়েও বলা যায় - রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার নামে যা হচ্ছে তা কোন জাতিসত্ত্বাভুক্ত মানুষের জন্য গৌরবের নয় ।

আমার বালক বয়সে শুনেছিলাম এক দাউদ হায়দারের কথা- একটি কবিতার জন্য যাকে নির্বাসনে আসতে হয়েছিলো । যৌবনে প্রত্যক্ষ করেছি এক তসলিমা নাসরিনকে - যার প্রথাবিরোধী লেখনি তাড়িয়ে বেরিয়েছে সারাক্ষন- করেছে দেশান্তরি । প্রবাসে এসে জানলাম এক কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল-কে সাহসে আর লেখনিতে দাউদ আর নাসরিনের ধারে কাছে না যেয়েও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন কানাডায় এসে । লুৎফর রহমান রিটন ছড়ায় আর প্রগতিশীল আন্দোলনের এক উচ্চকিত নাম জানতাম । কিন্তু তার ই ছড়াগ্রন্থ প্রকাশ করে আরেক নিরীহ কবির নিয়তনের আশঙ্কা -তাও আবার জোট সরকার যখন নিজেই পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাচ্ছে না সে সময়ে । বিষয়টি ভাবিয়ে তোলার মত হলেও আশ্চর্য হই নি একারণে যে , কবিরা কখনও মিথ্যের আশ্রয়ী হন না শত প্রলোভনেও । আর কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের মত কবি - পরিচিতি আর স্বীকৃতিতে কেউ-কেটা না হয়েও যার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৫ - তিনি অবশ্য-ই শঠতার আশ্রয় নেবেন না সামান্য একটুকু সুবিধে লাভের আশায় ।

স্বাগতম কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল-কে । কানাডার প্রবাসী বাঙালীরা এই সংকটময় সময়ে তার শুভ কামনায় রইলো এ আশায় যে, মাতৃভূমিতে তিনি সহসাই নিরাপদ থাকবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে ফিরে যাবেন । কেন না, বাংলা কবিতা কবিদের চায়। বাংলা ভাষা কবিদের মেধাকে বিভূঁই -বিদেশে নষ্ট হতে দেবে না । এ রাজনৈতিক আশ্রয় ক্ষণস্থায়ী হোক এ কামনা করে সবাই ! ( চলবে )

।। জুলাই , ২০০৬, কানাডা ।।

